এল্‌ ডোরাডো

এল্ ডোরাডো

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ



অভিজিৎ প্রকাশনী
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রকাশক
অমরেন্দ্র দত্ত
অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

ব্লক ও মুদ্রণ
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৮৮বি, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭

প্রচ্ছদশিল্পী
বিভূতি সেনগুপ্ত

বেঁধেছেন
শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা ৯

মূল্য দুই টাকা

শ্রীযুত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
কবিবরেষু

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তারই কয়েকটি এই ছোট বইটিতে একত্র করা গেল।

বহুকাল পূর্বে ছদ্মনামে আর একটি কবিতার বই প্রকাশ করেছিলাম, সে বই আর ছাপা নেই। তা হতে দুটি কবিতাও এখানে ছাপা গেল।

২২৭।২ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ২০

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সূচী

এল্ ডোরাডো

জীবন

নবীন প্রভাত আমার গগনে এসে
আঁধারের পারে কখন দাঁড়ালে হেসে
করেছো মাতাল উছল আলোর ধারে
করেছো ব্যাকুল কি লাগি যে বারে বারে—
নবীন তপন আমার চিত্তাকাশে
দুর্জয় কোন উন্মাদনায় আসে
সৌরলোকের সুর বাজে মোর প্রাণে
কি চঞ্চলতা জাগায় তাহা কে জানে,
জানি শুধু মোর সারা অন্তরখানি
রঙে রসে আলো উত্তাপে ভরি আনি
দ্রাক্ষার মত গলিয়া জ্বলিয়া উঠি
আপনার ভারে আপনি পড়িছে লুটি,
আবেশের সাথে সে কী সে তীব্র জ্বালা
মোহমদিরায় সে কী সে গরল ঢালা,
বক্ষের তটে ভেঙে পড়ে কি তরঙ্গ,
রক্তের তালে নবীন জীবন রঙ্গ।

প্রশ্ন

মনে প্রশ্ন জাগে
এ ভুবন সৃজনের আগে
বিধাতার চিত্ত যবে ক্ষণে ক্ষণে উঠিল আন্দোলি'
সহসা উন্মত্ত ছন্দে বক্ষোতল উঠিল চঞ্চলি'
কিসের সে তীব্র স্পর্শে ভেঙেছিল উদাসীর ধ্যান,
এ মহারহস্যময় সৃষ্টি, সে কি আনন্দের দান,
সে কি বেদনার ?
প্রশান্তির লীলা সে কি, সে কি তীব্র অশান্তির ভার
রুদ্র সে যে
আপন নয়ন হতে উৎসারিত দীপ্ত বহ্নিতেজে
আপনি করিছে শান্ত সুদক্ষিণ করুণার স্রোতে।
অন্তহীন কাল হতে
আজও সেই দ্বন্দ্ব চলে,
পলে পলে—
ক্ষণে ক্ষণে,
রক্তরাঙা নব-জনমের হৃৎস্পন্দনে—
আনন্দ-উচ্ছল সুরে বেদনার হাহাকার রেশ
অবিরত হতেছে নিঃশেষ।
মূক শান্ত স্পন্দহীন পৃথিবীর গূঢ় অন্তস্থলে
প্রলয় তাণ্ডব নৃত্যে অবিরাম অগ্নিশিখা জ্বলে ;
বনের শ্যামলে করে মরুর ধূসর উপহাস,
কখনও বৃহৎ শান্তি, কখনও মহৎ সর্বনাশ।

আবাহন

জীবন নদীর কত শত বাঁকে বাঁকে
কত কল্পনা কত যে স্বপনমায়া
কি সোনার রঙে অপরূপ ছবি আঁকে
পরশে তাহার অধরা ধরিছে কায়া।
এসো এসো কবি, নূতন উষার গানে
নবজীবনের আলোক জ্বালাও প্রাণে
করো করো দূর আশা-অরুণিম তানে
হৃদয়-আকাশে ঘন কালো মেঘছায়া।

অরুণাচলের সুদূর শিখর হতে
সাড়া জাগে কোন্ পিনাকীর টংকারে
রবিরশ্মির জয়যাত্রার পথে
লুটাল আঁধার ব্যর্থ অহঙ্কারে।
এসো এসো কবি গীত-মুখরিত চিতে
বাজাও তোমার বীণাখানি সুনিভৃতে
নবীন দিনের হরষিত সঙ্গীতে
নূতন আশার দুর্জয় ঝংকারে।

নিরন্তর

দিন চলে যায়।
জীবনের বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
কালো পাখী ডাকে তার সঙ্গিনীকে পাতার আড়ালে
চোখে যার মুগ্ধ দৃষ্টি, বুকভরা তাপ—
নাই নাই সে কোথাও নাই,
উড়ে গেছে আর কোন দেশান্তরে, তাই
হিম হাওয়া নামে, নামে বুকভরা শীত
বন্ধ অন্ধকারে স্তব্ধ কণ্ঠভরা গীত।

তবু তো আলোর কলস্বরে
প্রভাতের পাতার মর্মরে
আবার ধ্বনিত হয় গান,
দোসরের তরে তার অবিরাম আকুল আহ্বান।
নাই নাই সে কোথাও নাই,
যাক চলে দেশান্তরে, তবু তারে চাই—
চাওয়া আর পাওয়া,
এ দুয়ে হলো না কভু মিল, তাই চিরকাল গাওয়া।

ভ্রষ্ট লগ্ন

হে প্রিয়া আমার, পাঠালে না কেন করুণ কুসুম-মঞ্জরী
পাঠালে না কেন গরবী গোলাপমালা
পাঠালে না কেন সাঁঝের তারার ইশারায় ফুটে ওঠা
ম্লান চামেলিয়া মধুর-মিনতি-ঢালা
কেন না পাঠালে তোমার অলকগুচ্ছের ছোঁওয়া লাগা
তপ্ত কপোলে শুকানো রজনীগন্ধা
যুথিকার ঝরা পাপড়ি তোমার মৃদু সৌরভ জাগা
স্মরণে আনিত রজনী অমৃতছন্দা।

দিন চলে যায়, রাতি গেল হায়, মহাকাল করে খেলা
অসীম শূন্যে কি চরণধ্বনি বাজে
ফুল-ঝরানোর প্রহরে আবার ফুল-ফোটানোর মেলা
এ মহামরণ দেখা দেয় নব সাজে
কালের কি বীজ ঝরেছে কোথায় বিস্মরণের পারে
স্মৃতির মাঝারে তাহারই চিহ্ন গণি'।
নবীন যুগের তূর্য বাজিছে বহুদূরে বারে বারে
বক্ষশোণিতে তাহারি কি রণরণি ?

সে নবীন যুগ জাগালো কি সাড়া তোমার কোমল বুকে
থর থর আজ কাঁপিল কি তব হিয়া ?
ভেঙে গেল ঘুম, উঠিলে শিহরি কঠোর নিবিড় সুখে
মোহঘোর তব টুটি গেল কি গো প্রিয়া ?
ঘর ছাড়ি বুঝি তাই বাহিরিলে, ধন্য করিলে ধূলি
তোমার মধুর কোমল চরণপাতে

উন্মনা মনে সুদূর গগনে রহিলে চাহিয়া ভুলি,
গেলে কি পাসরি যে ছিল তোমার সাথে ?

বুঝেছি হে প্রিয়া আজ গোধূলিতে তাই হবে অবশেষে
প্রাচীন সূর্য ডুবেছে কালের মেঘে—
নবীন প্রভাতে অনাদি মানুষ আবার কী নব বেশে
থমকি চমকি জাগিবে কি নব বেগে !
তাই কি একেলা বসি সারাবেলা ভাবিতেছ আনমনে
মেঘ পবনের দৌত্যের পালা শেষ !
কোন্ দূতে আজ পাঠাবে তোমার যক্ষের সন্ধানে
স্মরণে কি তারি অধরে হাসির রেশ ?

বুঝেছি হয়েছে ভ্রষ্ট লগন, হয়ে গেছে নিশিভোর,
হৃদয় তোমার তাই হল আনমনা
বাসর শয়নে শুকালো মালিকা, ছিঁড়েছে ফুলের ডোর
মিছে হোল হায় তাই বুঝি ক্ষণ-গোনা !
যে প্রহর যায়, অতীতে মিলায়, কেমনে ফিরাবো তারে
স্মৃতির মাঝারে শুনি শুধু ঝংকার—
আজিকে তো তাই কাছে থেকে নাই, ফিরে চাই বারে বারে
গান চলে গেছে, পড়ে আছে হাহাকার !

মিথ্যা

বন্ধু আমার আজ কিগো মনে পড়ে
কোন সন্ধ্যায় গন্ধমাতাল ঝড়ে
আপন-হারানো যৌবন সৌরভে
পাগল হিয়ায় চকিত লীলায় আসি
আমার হৃদয়-দুয়ারে বাজালে বাঁশী,
সেদিনের কথা আজ কি মিথ্যা হবে ?
বক্ষ শোণিতে উন্মন লিপিখানি
লিখেছিলে তাহা হারায়ে গেছে তা জানি
তবু তা কি মিছে, সে কি সবই মিছে মায়া ?
বিদায়ের ক্ষণে, হে বন্ধু বলো বলো,
ঘন পল্লবে যে অশ্রু টল টল
শুকাবে তো তাও, তবু কি সে মিছে ছায়া ?
সাঁঝের আঁধারে পথের প্রান্তে এসে
হাতে হাতখানি রাখিলে করুণ হেসে
তাও তো ভুলিবে, তবু সে কি মরীচিকা।
মিথ্যা তো নয়, আজও তো তেমনি জ্বলে
হৃদয়ের মণি-কোঠায়, খেলার ছলে
প্রাণের প্রদীপে জ্বালিলে যে হোমশিখা।
তোমার আমার প্রথম দেখার দিনে
যে শিশিরকণা চমকিল তৃণে তৃণে
আলোর আগুনে যে হোলি লাগিল বনে
চুলের সুবাসে শুকানো ফুলের বাসে
মহুয়ামদির সুরভি তোমার শ্বাসে
থর থর দেহ কেঁপে গেল ক্ষণে ক্ষণে,

উন্মাদ দিন পাগলের মত দোলে
সেও যাবে জানি প্রলয় প্রয়োধি-জলে
তবু হে বন্ধু, বেঁধেছিলে যেই রাখী,
তন্নুর তনিমা বুকের শোনিমা মিলে
কৌতুকভরে যে আখর আঁকি দিলে
সে তো কভু নয় মিছে কভু নয় ফাঁকি

পান্থ

বন্ধুর ঘুরপথে চলি আমি পান্থ
কুয়াশায় পথ ঢাকা, নাহি চলে দৃষ্টি,—
বাঁকে বাঁকে ঘুরে চলি অধীর অশান্ত
নব যুগ ডাকে ঐ, ডাকে নব সৃষ্টি।

উঁচুনীচু ভাঙা পথ, আসে বাধাবিঘ্ন
তবু হাতছানি দেয় আলোকের রশ্মি।
সুদূর অরুণাচলে জাগে তার চিহ্ন
নতুন দিনের আলো আঁধারেরে ধ্বংসি—

বার বার থামি পথে, ঘিরে ধরে ক্লান্তি,
শরীর অবশ হল, চোখে নামে সুপ্তি
বক্ষেতে তবু মোর এ কি এ অশান্তি
আধপথে পথচারী নাই তোর মুক্তি!

হোক্ না সে ধূ ধূ মরু, খরবায়ু রুক্ষ
সীমাহীন কত পথ, কিছু নাই স্থির যে—
আশ্রয় কোথা নাই, নাই তবু দুঃখ,
নির্ভয়ে চলো আগে নিঃসীম বীর্যে।

মর্মের ক্রন্দনে কাঁদে যবে চিত্ত
বক্ষের তলে বাজে বিপ্লবতূর্য
সূচীমুখ বালুঝড় গরজাক্ নিত্য
তবু ওঠে আলো-রাঙা ঐ নব সূর্য!

পৃথিবী

আজ নীল আকাশ আর শাদা মেঘের অলস কানাকানি,
চিকন পাতায় হাওয়ার ঝিরঝির শব্দ,
নাম-না-জানা পাখীর আওয়াজ,
ছোট ছোট ঘাসের ফুল,
ঝিঁঝিঁর ডাক,
ফড়িঙের লাফ—
আর পরিপূর্ণ শান্তি।

হে অশান্ত পৃথিবী
মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে কি দুর্দমনীয় বেগে চলেছ ছুটে,
বুকে তোমার জ্বলন্ত লাভার আলোড়ন,
চলার বেগে আন্দোলিত হচ্ছে মহাসমুদ্র,
তবু জানলা দিয়ে চোখে পড়ে তোমার এক টুকরো ছবি—
ছোট ছোট ঘাসের ফুল,
ঝিঁঝিঁর ডাক,
ফড়িঙের লাফ,
আর পরিপূর্ণ শান্তি ॥

আবর্তন

বার বার ঘুরে ঘুরে আসে দিন
ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের তিক্ততায় ক্ষীণ,
নীল বাষ্পে রুদ্ধশ্বাস ঘরে
বিষাক্ত ফেনিল রক্ত স্বেদ আর ক্লেদ হয়ে ঝরে
ব্যাকুল ক্ষুধিত আত্মা কেঁদে মরে প্রহরে প্রহরে—
তবু তার মাঝে আসে দিন,
বসন্ত-নিঃশ্বাস-ফেলা ফুলের-পাপড়ি-মেলা আশ্চর্য রঙীন
সেই দিন।

সেই দিন আসে ফিরে ফিরে
জীবনের কান্না আর যৌবনের হতাশ্বাস ঘিরে,
স্বেদ আর ক্লেদ দিয়ে পঙ্কিল পিচ্ছিল রক্তপথে
সোণার ঝলক লাগা আশ্চর্য আলোতে।

মহানগরীতে সকাল

এত আলো এত রঙ্ এত সূর্য ওঠা
সবই যেন গেল মুছে।
ভিজে ভিজে ঘুম ঘুম কোয়াশা সকাল
চোখের সামনে ঝোলে বিবর্ণ বিস্বাদ—
কোথায় সবিতা
কোথায় বা পূষণের অপাবৃত জ্যোতি—
জীবনটা হলদে হয়ে গেছে।
ফুটপাথে বাঁধা বাঁধা সড়কের শান,
কোথা সেই প্রাণভরা গানভরা মাটির আঘ্রাণ,
পচাগন্ধ আর আবর্জনা
খোপে খোপে জীবনের প্রত্যহ লাঞ্ছনা—
নীল বিষে দীর্ঘায়িত কাল—
মহানগরীতে এলো বিবর্ণ সকাল।

ট্রেনে

ট্রেনের চাকায় বাজল নতুন ছন্দ
জড় ও গতির দ্বন্দ্ব।
চলা না-চলার ঘর্ষণবেগে
নতুন ছন্দ উঠিতেছে জেগে
সীমানা পারায়ে সীমানা হারায়ে
জানা-অজানার নিশানা ছাড়ায়ে
কালের প্রহরা দু'পায়ে মাড়ায়ে তীব্র গতির স্পন্দ
থাকা না-থাকার দ্বন্দ্ব।

ট্রেনের চাকায় বাজল নতুন ছন্দ।
জ্যোৎস্না অথবা তিমির-রাত্রি
আমরা উধাও পথের যাত্রী,
বাঁধন ওড়াও, দাও ভেঙে দাও,
এই গতিবেগে দুহাতে ছড়াও
প্রাণের আবেগ, নাও পুরে নাও উদ্দাম গতিছন্দ,
তীব্র বেগের স্পন্দ।

রেলের চাকায় বাজল নতুন ছন্দ ;
আরও বেগ চাই ঝড়ের মতন দুর্নিবার,
কোথা ধানক্ষেত, কোথায় থাকবে পাহাড়-সার
আগুন-ফুলকি আঘাতে আগল যে চুরমার
চলো চলো, কেন শঙ্কা তোমার, ভাঙো ভাঙো সব বন্ধ-
ভয়ে বিস্ময়ে রাঙা আধ-চাঁদ চেয়ে থাক নিস্পন্দ !

ট্রেনের চাকায় শুনতে চাই সে ছন্দ,
আদিম গতির স্পন্দ
যে গতির বেগে নীহারিকা গলে
উল্কারা ছোটে বুধে মঙ্গলে
শূন্যের কোলে এ পৃথিবী দোলে
আগুনের ঝড় রবিমণ্ডলে,
তু'হাত বাড়াও, সেই গতি নাও, সেই অভিসার রাত্রি—
হালকা-হাওয়ায়, পাওয়া-না-পাওয়ায় আমরা উধাও যাত্রী!

ট্রেনের চাকায় বাজছে নতুন ছন্দ,
অজানা পথের স্পন্দ।
গতির চাকায় বেগের পাখায়
সে ছন্দ হায় কোথা উড়ে যায়
কখন কি জানি মাটির মায়ায়
শ্যামল ছায়ায় এলোমেলো বায়
ভরে কামরায় পথ-পাশে ফোটা আকুল বকুলগন্ধ—
এই পৃথিবীর মাটি-রসে-ভরা পিছে-টেনে-ধরা প্রাচীন
পুরোনো ছন্দ।

বন্ধু

পথিক চলেছি একা। কোথা সহযাত্রীর সন্ধান ?
নাই নাই কেহ নাই, দীর্ঘ পথ নিঃসঙ্গ নির্জন—
জীবনস্পন্দন কোথা, কোথায় প্রাণের কলগান,
সূচীভেদ্য স্তব্ধতায় রুদ্ধশ্বাস ভয়ঙ্কর বন !

কি অনাদি কাল হতে মহাশূন্যে দুরন্ত পৃথিবী
একা ছুটি চলিয়াছে। সূর্য চলে একাকী অয়নে।
চলে দিন, চলে রাত্রি প্রত্যেক মুহূর্ত ক্ষণজীবী
মহাকাল-করধৃত-অক্ষমালা-গুটিকা-চয়নে ॥

সুদুঃসহ নিঃসঙ্গতা, সে তো শুধু ঈশ্বরে সম্ভব—
পথে সহযাত্রী চাই, মানবের আকুল আকূতি
চাই জীবনের মেলা, অজস্র প্রাণের কলরব,
ধূমহীন শিখাসম দীপ্তিমান্ মিলনের দ্যুতি।

তাইতো অসীম শূন্যে ফোটে উল্কা ফোটে গ্রহতারা—
পৃথিবী একাকী নহে ; কত সঙ্গী এ সৌরমণ্ডলে—
মেরুর তুষারমরু ক্রমে ক্রমে হয় দিশাহারা
নদী বন সমারোহে পৃথিবীর প্রবালে শ্যামলে।

সঙ্গী মোর কোথা নাই ? আছে সে তো অজস্র নিখিলে
আছে মানুষের মাঝে, আছে দীপ্ত উল্কা ও তারায়
আছে বনে আছে মনে আছে পথ-চলিবার মিলে
দিকে দিকে আছে সে যে উচ্ছ্বসিত প্রাণের ধারায়।

নই নই একা আমি ; অচেনা পথের অন্ধকারে
প্রতীক্ষা করিছে বন্ধু, চিনে লও তাহারে আবার—
মন-দেওয়া-নেওয়া হবে জীবনের হাটে বারে বারে
পরাণে পরাণে গ্রন্থি, হৃদয়ে হৃদয়ে একাকার।

বাংলা আমার বাংলা

আবার শেষে এই তো তোমায় পেলাম আমার প্রাণে,
বাংলা আমার বাংলা !
হিমালয়ের তুষারগলা ঠাণ্ডা নদীর জলে
স্নেহশীতল দেহ তোমার শ্যামল আভায় ঝলে,
আকাশ-ছোঁওয়া মাঠের পরে ঝিলিমিলি আলো
মুগ্ধ চোখে দেখেছিলাম, লেগেছিল ভালো—
এমন করে তবু তোমায় পাই নি মনের গানে
আজকে যেমন পূর্ণ হয়ে এলে আমার প্রাণে,
বাংলা, আমার বাংলা !

আজকে শেষে এই তো তোমায় পেলাম আমার প্রাণে,
বাংলা, আমার বাংলা !
রিক্ত দিনের নিলাজ লোভে শব-ছড়ানো পথ
রক্তমশাল-আলোয় চলে হানাহানির রথ,
চেয়েছিলাম মর্মদাহে আর্ত তোমার পানে,
এমন করে দাও নি সাড়া তবু মনের গানে,
বাংলা আমার বাংলা !

আজকে তো তাই ফিরে আবার পেলাম তোমায় প্রাণে,
বাংলা, আমার বাংলা !
নতুন দিনের রবি যেদিন উঠল আকাশ-পরে
স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়ল ঘরে ঘরে,
নবজন্মের নাড়ী-কাটায় ব্যথাবিধুর হেসে
আশার আলো জ্বালিয়েছিলে, দেখেছিলাম শেষে—

তবুও তো সেদিন এমন পাই নি মনের গানে,
বাংলা, আমার বাংলা !

এতদিন যে ছিলে তুমি, চাইনি তোমার পানে।
কল্যাণী যে স্থিতি তোমার কে-ই বা তাহা জানে,
বাংলা, আমার বাংলা !
দেহাতীত হয়ে যখন এলে আমার প্রাণে
ব্যাকুল করে নিবিড় করে পেলাম মনের গানে,
বাংলা, আমার বাংলা !

হারিয়ে যাওয়া বাংলা, আমার বাংলা !
আজও যে পাই তোমার হাতের সাজিয়ে রাখা অন্ন
আজও তোমার আঁচল-হাওয়া অঙ্গ করে ধন্য
আজও উদাস হাওয়ায় ভাসে ভিজে চুলের গন্ধ
মাঠের ঢেউ-এ তরঙ্গিত তোমার প্রাণের ছন্দ
নদীর গানে বাজে তোমার ঘুম-পাড়ানো গীতি
চাঁদের আলোয় ভাসে তোমার বুক-জুড়ানো স্মৃতি—
আজকে তুমি কোথাও যে নেই, তাই পেয়েছি প্রাণে
এমনতর পূর্ণ হয়ে এলে মনের গানে—
বাংলা, আমার চিরকালের বাংলা !

পর্জন্য

আকাশের বুকে গুরু গুরু পর্জন্য—
হে দেবতা আজ এসেছ কিসের জন্য ?
তামাম দুনিয়া ধরে গেছে চিড়
ক্ষুধায় আতুর জনতার ভীড়
কাহার মরাই ভরাবার তরে ফলাতে এসেছ অন্ন ?

আকাশের বুকে গুরু গুরু পর্জন্য—
হে দেবতা আজ এসেছ কিসের জন্য ?
কোথায় অলকা, বলাকার সার ?
রুক্ষ বজ্রে বাজে হাহাকার—
নুনজল ঝরে আকাশকান্না। কোথা স্বর্গের স্তন্য ?

আকাশের বুকে গুরু গুরু পর্জন্য—
হে দেবতা মিছে এসেছ কিসের জন্য ?
জ্বালামুখী-মুখে আগুনের ফেনা
ধারাবর্ষণে নেভে না নেভে না
হায় রে আষাঢ় ! কে কবে কোথায় প্রাণবর্ষণধন্য ?

মন গেল উড়ে

একেলা উড়ে গেল মোর মন
সে যে একা, সে যে একা,
নাগাল পেল না কেউ তার !
সবুজের মাঝে পলাশের সম্ভার,
পৃথিবীর বুকে নন্দনবনমধুভার
ইশারায় ডাকে, তবু মন মোর গেল উড়ে
নাগাল পেলো না কেউ তার !

মন তবু চলে উড়ে, চলে উড়ে,
সে যে একা, সে যে একা
নাগাল পেল না কেউ তার !
প্রেমে কামনায় বাঁধনে নিবিড় গেহ কার ?
নামাতে চেয়েছে অদ্বিতীয়ের মনোভার
স নৈব রেমে, গেল উড়ে
সে যে একা, সে যে একা
নাগাল পেল না কেউ তার !

তবু মন গেল উড়ে, গেল উড়ে
সে যে একা, সে যে একা
সীমানা কিছু আর নাই তার !
মহাশূন্যেতে আলোয় আঁধারে একাকার
জীবনমৃত্যু যাতায়াত করে বারবার
কোথায় সীমানা ?   মন মোর গেল উড়ে-
থামার সীমানা নাই তার !



মন গেল উড়ে যেন অসি খরধার
সে যে শুধু একা, সে যে একা!
বাঁধন রহে না কিছু আর!
পিছে পড়ে আমি, তবু শুধু তার চলা সার
এ মহাশূন্যে ধূমকেতুবৎ জ্বলা সার
শুধু আগে চলা, দেখা নাই গ্রহতারকার
তবু উড়ে চলে মোর মন,
নাগাল পাইনি আমি তার!

বুদ্বুদ

চেতনার অন্ধকারে কালো কালিন্দীর স্রোত বহে যায়
তারই কোনও ঢেউ-এর আগায়
অন্ধকার ছিঁড়ে ফেলে আনন্দের ক্ষণিক বুদ্বুদ
আলোকের ঢেউ তুলে অন্ধকার ঢেউ-এ ভেসে যায়।

বুকচেরা আলোকের ঢেউ—
মৃত্যুর আখরে লেখে নাম--
আদি পৃথিবীর ঘন তমসায় তারার ইশারা,
সেথা আদি-মানুষের গ্রাম ॥

ফাঁপা

রক্তে আমার ঘূণ ধরে গেছে, জীবনমৃত্যু নাই—
চেতনার লেখা মুছে গেছে বারবার,
বিস্বাদ দিন, বিবর্ণ রাত, জীবনমৃত্যু তাই
ঘোলাটে আকাশে হয়ে গেছে একাকার!

ঐ শোনো ঐ শোনো
টিক্ টিক্ করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলি গোণো!
স্বপ্নের মতো স্মৃতিমন্থনে ভাসে উত্তাল দোলা?
কোনো কালে ছিল দখিন দুয়ার খোলা?
নিঃসাড় দিনে আজ শুধু বসে শোনো,
ফাঁপা মানুষের ফাঁপা হৃদয়ের ধুক্ধুক্ ডাক গোণো।

ফাঁপা হৃদয়ের ফাঁপা মানুষের ফাঁপা পৃথিবীতে বাস—
গোটা দুনিয়ায় লেগেছে আজিকে ঘূণ—
কোথায় মরণ কোথায় জীবন কোথা আছে আশ্বাস!
গাণ্ডিবী, আজ কোথা অক্ষয় তূণ?
প্রাণকল্লোল নাই—
চেতনার সব সীমানা ছাড়ায়ে মরে মরে বাঁচি তাই,
বেঁচে বেঁচে তাই মরি
আর চোখ বুজে শুনি টিক্ টিক্ চলেছে কালের ঘড়ি।

হৃদয়-অরণ্য

Poetry is the expression of mysterious feeling of the aspects of universe.—*Mallarme*

আকাশ ঝুলছে বিবর্ণ কালো পর্দার মত—
টিপ টিপ টিপ টিপ বৃষ্টি—,
এঁদো গলির মুখে ডাস্টবিনের পচা গন্ধ,
মরা বেড়ালের ছানা,
বিবর্ণ কেরাণি মেয়ে ভিজে ভিজে বাড়ী আসে—
রুক্ষ চুলে কোটর-বসা চোখে অপরিসীম ক্লান্তি।

কবিতা, আমার কবিতা—
জীবন হয়েছে হেঁয়ালি
কবিতা, আমার কবিতা,
তুঃস্বপনের দেওয়ালি !

সেই ফ্যাকাশে অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে কখন দিল দেখা—
এক অসীম আদিম অরণ্য !
ঝর ঝর ঝর ঝর প্রবল বৃষ্টি,
পৃথিবী ভেদ করে দাঁড়িয়েছে বিশাল ভয়াল তরুশ্রেণী—
জীবনের আদিম হিংসা, আদিম সংগ্রাম।
রক্তে আমার ডায়নাসরের চতুর ক্রূরতা আর ক্রুদ্ধ গর্জন
চোখে কুটিল হিংসার পিঙ্গল বিদ্যুৎ।
হৃদয়ের আদিম অরণ্যে আমি পথ হারালেম।
সূর্যেরও আলো নেই, দৃষ্টিরও আলো নেই,
দিগন্ত শুধু সবুজ এবং কালো।

হৃদয়, আমার হৃদয়,
কোথায় সুরভি ধূপের ধোঁওয়া
হৃদয় আমার হৃদয়
প্রিয়ার বেণীবন্ধন যায় না কো আর ছোঁওয়া—
হৃদয় আমার হৃদয়
কোথায় গন্ধমাতাল মাধবীরাতের হাওয়া।

আজ অজানা অরণ্যের অচেনা আঘ্রাণ আসে
ভিজে পাতার গন্ধ
কটু ফুলের গন্ধ
স্ফুরিত নাসিকায় লাগে কোন্ কামার্তা দূরচারিণীর আঘ্রাণ-
বাঘিনীর চাপা আহ্বান,
সেই আহ্বানে হৃদয়-অরণ্য টলমল!

হে মরা শহর, ঝড়ের মতন আজকে উধাও হও
সৌধশিখর নিরুদ্দেশের মেঘ,
বজ্রের স্বরে, হে আকাশ, আজ হৃদয়েতে কথা কও
রক্তে লাগুক টাইফুন-আবেগ

আর ছিঁড়ে ফেলে দাও জীবনের বিবর্ণ বিস্বাদ পর্দা,
ছিঁড়ে তুলে নাও জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড—
ঝলকে ঝলকে লাল,
পলকে পলকে স্পন্দমান
আর আদিম উল্লাসে থর থর।

এল্ ডোরাডো

বিষনিঃশ্বাসে এ পৃথিবী থরো থরো
কামনালতায় আফিম-ফুলের হাওয়া।
চেতনা আমার সে হাওয়ায় জ্বরো জ্বরো
আঁধার গুহায় অবিরাম আসা যাওয়া
সে গুহায় নেই প্রাণসূর্যের আলো,
সে গুহায় কালো জল ঝরে ফোঁটা ফোঁটা
সেই লোনা জল পাহাড় ক্ষইয়ে দেয়
জন্মায় শুধু বিষকুসুমের বোঁটা।

অন্ধকারেতে লক্ষ পদাতি সেনা
ধরেছে অস্ত্র, ঐ শোনো ঝন্‌ঝনা
লোভের মূল্যে প্রাণ হবে কি গো কেনা,
লক্ষ পদের ধ্বনি তো যায় না গোণা।
লক্ষ পদের নির্মম অভিসার
রক্তিম পথে চলে দুর্দম বেগে
ওধারেতে জাগে বাতাসের হাহাকার
লক্ষ হাড়েতে খড়্গের খোঁচা লেগে।

ইংকার রাজা কোথায় পালালো আজ?
মাংকা, তোমার রাজত্ব কার দাস?
তোমার আকাশে গরজিছে কোন বাজ
তোমার ভাগ্য-আকাশে কি পরিহাস?
হে আমার মন, ইংকারাজের সাথে
তুমিও উধাও, পড়ে আছে শুধু দেহ।

ভরেছে পৃথিবী ফণিমনসার বনে
আমার পৃথিবী প্রাণসাড়াহীন গেহ।

পালাও পালাও নতুন প্রাণের দেশে
মানোয়ায় চলো সোণাঢালা ঝলমল
সমুদ্রনীল আকাশ উঠেছে হেসে
আকাশসুনীল সমুদ্র টলমল!
এল্ ডোরাডোতে অনেক ঝরণাজল
এল্ ডোরাডোতে প্রাণমুক্তির হাওয়া
এল্ ডোরাডোতে অনেক সোনালি আলো
এল্ ডোরাডোতে আমার মুক্তি চাওয়া!

মিলন

হে নারী, হে আদিম নারী, আজ সভ্যতার চাপে তুমি মৃত।
রক্তে তোমার ঘুণ ধরে গেছে, বিবর্ণ দেহ তাই,
আঁখিতে আগুন নাই,
বক্ষের মাঝে নাই কোনও কলরব,
অঙ্গে অঙ্গে কোথায় তোমার অনঙ্গ-উৎসব ?
সংকোচের জড়তায় ব্রীড়ার আবিলতায় তুমি স্তব্ধ।
হে আদিম মেয়ে,
তোমার মনেতে আঁধার গিয়েছে ছেয়ে,
সে আঁধার ছিঁড়ে ফেলে জ্বালো বিদ্যুতের আলো,
বক্ষে বাজাও ডম্বরু গুরু গুরু
রক্তের তালে প্রলয়নাচন শুরু,
হে নারী, সভ্যতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে তুমি হও ধন্য।

আজ আমাদের মিলন হোক্ বাসররাতের ফুলের গন্ধে নয়,
আজ আমাদের মিলন হোক্ স্বর্ণশেজের আলোয় নয়,
আজ আমাদের মিলন হোক্ অন্ধকার ভয়াল অরণ্যে।
মনে করো তুমি সেই আদিম বন্য নারী,
রুক্ষ চুলে কটু আঘ্রাণ আসে,
মাথায় কুর্‌চির মালা,
তোমার জন্য কামার্ত পুরুষে পুরুষে লেগেছে লড়াই,
ক্ষতবিক্ষত দেহ,
সেই ক্ষতমুখে উৎসারিত রক্তের সিঁদুর পরে তুমি ধন্যা
বিজিতা তুমি বীর্যশুল্কে॥

ব্যর্থ

তুমি কি আমায় ডেকেছিলে কভু ইশারায় বারে বারে
আঁচল উড়ায়ে অলক দুলায়ে তব বাতায়ন ধারে ?
সেই সে পথিক আমি
তোমারি রুদ্ধ দুয়ারে রয়েছি থামি,—
ক্ষণিকের খেলা ভুলে গেছ কোন ক্ষণে
আমার পৃথিবী ভরে গেল শুধু ফণিমনসার বনে।

প্রেমের কবিতা

তোমাকে দেখেছি আমি তারাভরা আকাশের তলে,
গভীর মরণকালো স্তব্ধতার সীমাহীন পারে।
তোমাকে দেখেছি আমি প্রভাতের আলো যবে জ্বলে
নতুন রক্তের মত ঘুমভাঙা দিনের দুয়ারে!
তোমাকে দেখেছি যবে এ পৃথিবী নীল হয়ে ওঠে
পরিশ্রান্ত জীবনের ক্লেদতিক্ত কামনার বিষে,—
পূর্বের মলিন সূর্য কালো হয়ে পশ্চিমেতে লোটে
কঠিন যৌবন যবে পিষে যায় নিমেষে নিমেষে,
তোমাকে দেখেছি আমি। প্রাসাদের দেহলীর তলে
নরনারী শুয়ে যবে সারি সারি অচেতন ঘুমে
কঠোর আঘ্রাণ আসে অসমান রুক্ষ শুষ্ক চুলে
সম্বেদস্ফুরিত ওষ্ঠ নগ্নকালো বুকে মেশে চুমে,
তোমাকে দেখেছি আমি—সুরভি তোমার তনুখানি
নতুন ফুলের মতো, নখখিন্ন হয় নি এখনো।
নিরুদ্ধনিঃশ্বাস ঘরে নিষ্কম্প প্রদীপশিখা আনি
দেখেছি তোমাকে আমি। কেন? কেন সে কথা তো জানো॥

প্রার্থনা

পড়ন্ত বিকেলবেলায় বিষণ্ণ রোদ জাল বোনে
ঘনায়মান নীল অন্ধকারে প্রাচীন জরির আলপনা !
মনে মনে ভাবি,
হে ঈশ্বর, নিষ্ঠুর ঈশ্বর, রেহাই দাও এই ক্রমিক পুনর্জন্মের হাত হতে
এই অসম্ভব আত্ম-অতিক্রমণের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব থেকে।

আত্ম অতিক্রমণ !
তখন প্রথম যৌবন,
ঝিলিমিলি ঊষায় ঝিকিমিকি জলে জোয়ারের টান
বিস্ময়ভরা চোখে নতুন-ভাল-লাগা জীবনের জয়গান
সরল শালের মত দীর্ঘ দেহে টলমল আবেগ।
সেই বয়ঃসন্ধি পার হয়ে দৃঢ়যৌবনের দরজায় তুমি এলে
ধুসর বিস্মৃতির অপস্রয়মান কোয়াসার মধ্য দিয়ে
কতকালের মেয়ে—
নাই তোমার মধ্যে বিচ্ছুরিত তুষার-সৌন্দর্য, আর কাঁচা সূর্যের সোনা
নরম শ্যামলিমার আভাস তোমার দেহে,
যেন গর্গ্যা টাহিটির ছবি,
বুকে তরঙ্গের দোলা
নিটোল উরুর অজানা রহস্যে রোমাঞ্চিত আমন্ত্রণ
সবুজ ঘাসের সুরভি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
আনিমীল চোখে কত রজনীর ক্লান্তি।
কিন্তু প্যাসিফিকের প্রবাল-রক্তিমা আমার রক্তে
আর হাজার ভলক্যানোর জ্বলন্ত লাভা—
তাই তো তোমাতে আমার নিঃশেষ আত্মদান

জীবনযৌবন জয়গান,
আর সেইসঙ্গে আদিম অবক্ষয় !
হে ঈশ্বর, নিষ্ঠুর ঈশ্বর, তোমারই হোক জয়।

মধ্যবিত্ত রক্তের অকাল বসন্ত হায়রে !
খোলার ঘরে ইডেনের স্বপ্ন ফুরিয়ে গেল দুদিনেই,
হঠাৎ বাবা মারা গেলেন।
আবার আত্ম-অতিক্রমণ !
তেইশ বছর বয়সে স্বর্গ হইতে বিদায় ও মর্ত্যে আগমন
তারপর কেরানিগিরির উমেদারি।
স্থানে অস্থানে, স্থানের চেয়ে অস্থানে, কাকুতিমিনতির বাড়াবাড়ি
শেষে অনেক কষ্টে ইষ্টলাভ,
কিন্তু যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে যাওয়া আকাশ মিলিয়ে গেল একমুহূর্তেই-
প্রাত্যহিক তিক্ততার অসীম বিষে জর্জরিত দিন খুঁড়িয়ে
খুঁড়িয়ে কাটে।
ভাল লাগে না কিছুই।
অফিস থেকে আসি
তোমায় নিয়মমাফিক ভালবাসি
আর গভীর রাত্রে মনে মনে বলি, হিরণ্ময়
হে ঈশ্বর, হে মাল্‌থাসের ঈশ্বর, তোমারি হোক্ জয়, হোক্ জয়।

তবু তো দিন কাটে।
বাষ্পঢাকা বিষনীল সন্ধ্যায় লুপ্ত হয় দিনের বিষণ্ণ ক্লান্তি—
আফিম নেশা আমার রক্তে—
রক্তের গতি রুদ্ধ, মন ক্ষুব্ধ, সংসার ক্রুদ্ধ,
প্রতিদিনের ঘর্মক্লান্ত কর্মব্যস্ততায় আমি পিষ্ট।
দিন যায়, রাত্রি যায়

কোলাহলমুখর জনতার হাত হতে সঙ্গোপনে চুরি করা একটি
নির্জন মুহূর্তে
মনে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে—
আমি অমৃতের পুত্র।
অর্থাৎ এই অমৃতত্বের বোঝা আমার চিরস্থায়ী
হাজারো আঘাতেও মৃত্যু নেই,—
অবিরাম চলার হাত থেকেও মুক্তি নেই—
আমি তো চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক
অথবা প্রাগৈতিহাসিক মধ্য এশিয়ার আদিম মেষপালক
শুধু মোটামুটি সুস্থভাবে জীবনটা কাটাতে চাই ;
পৃথিবীতে হোক্ না নটরাজের নৃত্য, হোক্ না তাণ্ডব, আমার কি ?
কিন্তু মুক্তি নেই, মুক্তি নেই,
আমাকে ভাসতেই হবে আবর্তে, চলবে সংগ্রাম,
অস্তিত্বের সংগ্রামে শ্রেষ্ঠের অবিনাশিতা !
অবসন্নমনে ভাবি আর বলি, হে নির্দয়
ঈশ্বর, হে ডারুয়িনের ঈশ্বর, তোমারি হোক্ জয়, হোক জয়।

আত্ম-অতিক্রমণ !
তখন তো শেষ যৌবন,—
অকালবার্ধক্যের ছায়ায় শরীর মন মুহ্যমান,
সুবিধা পেলেই উপযুক্ত স্থানে ছোটসাহেব আর বড়বাবুর জয়গান,—
তবু একদিন কেরানির ইঁদুর-রক্ত-চমকানো থমকানো দোলা,
লাল ঝাণ্ডা, ইনকিলাব জিন্দাবাদ আর অসহযোগের বন্যা
শুনলাম নাকি শহীদদের রক্তে ভারতমাতা ধন্যা
কি জানি কি ব্যাপার, মন অসাড়, তবুও
এতকাল এত অলিগলি বেয়ে আজ হঠাৎ সিধে সড়কে এসে পড়লুম
সরকারী আতিথ্যের সিধে সড়ক !

ভাল লাগে না কিছুই।
এই চতুষ্কোণে ধরা-পড়ে-যাওয়া আকাশখণ্ডটিতে কি নবজীবনের ছন্দ ?
না, তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্ববাদের দ্বন্দ্ব ?
আমরাই কি পাতিবুর্জোয়া, তা-ও আবার ঐতিহাসিক অর্থে ?
এই যে সামান্য কেরানী আমি,
আমরাই কি গড়ি নতুন ইতিহাসের ভিত্তি,
বিছিয়ে দি নতুন সমাজের রাজপথে প্রথম পাথরখানা
এই ছোট চৌকির উপর এইরকম থতমত খাওয়া অপ্রস্তুত মুখে
বসে থেকে থেকে ?
ওদিকে দিগন্তভরা তিমিরে পৃথিবী ডোবে,
ডোবে স্বপ্নসমারোহ,
দিকে দিকে ওঠে বুভুক্ষার অভিযান আর প্রেতের গান,
হে শ্যামল রসে ভরা টাহিটির মেয়ে,
আজ কি শতাব্দীর সূর্য টেনে নিলো তোমার সমস্ত রস,
তাই তুমি কৃষ্ণবর্ণ ?
দধীচি আমি (তোমরা আমার সমাধিস্তম্ভ রচনা কোরো) মনে মনে
বলি,
মহিমময়
ঈশ্বর, হে মার্ক্স-স্টালিনের ঈশ্বর, তোমারই হোক জয়, হোক জয়।

কিন্তু সে পালাও তো কাটিয়ে আসতে হলো।
আশা ছিল এতদিনে মিলবে একটু শান্তি,
নিশ্চিন্ত গৃহকোণে নির্বিঘ্ন অবসর।
কিন্তু শান্তি কই ?
ক্ষয়খিন্ন দেহ, বহু শতাব্দীর ক্লান্তি, মৃত্যুর হিমেল স্পর্শ,
শুকনো হাড়ে কাঁপন,—
কিন্তু মনে একি অসুস্থ অস্থিরতা,—

ভাল লাগে না কিছুই ;
ছুটীর চানা চিবোই আর অপ্রস্তুতমুখে বসে বসে ভাবি
পথে পথে তুরন্ত মিছিল
তাতে কি পেলাম খুঁজে অন্তরের মিল ?
আমার নিখিল
স্বপ্নই কি শেষে এই রূপ পেলো ?
কঙ্কালের খাঁচায় প্রাণপাখীর ডানা ঝাপটানো,
কল্পলোকের প্রখর সূর্যে আমার সম্পাতি কি অন্ধ ?
হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, তোমাকে দিয়েছি আমার অর্ঘ্য,
তোমার দক্ষিণ মুখের দক্ষিণা
তবু এ কি নির্মম তাড়না
আজও কি চলতে হবে আমাকে, জীর্ণ আমি--
তোমার কাছে আমার এই শেষ প্রার্থনা,
রেহাই দাও আত্ম-অতিক্রমণের এই বাধ্যতামূলক দায়িত্ব থেকে
হে জ্যোতির্ময়
ঈশ্বর, পিশাচ তুমি রক্তচোষা, তোমারই হোক্ ক্ষয়, হোক্ ক্ষয়।

যাত্রাপথ

যেদিন ভাসিবে চোখে অমৃত আলোক
মোর লাগি করিওনা শোক।
বহু মায়া মমতায় ধরিত্রীর পুণ্য স্নেহধারে
কত রঙে কত রসে রচেছিনু নীড় বারে বারে
কত যে খেলায়
জীবন করেছি পূর্ণ কালের ভেলায়,
সেই পূর্ণ হতে যবে পূর্ণতর যাত্রার সন্ধান—
সত্তার সীমানাপারে সীমাহীন মৃত্যুহীন প্রাণ,
তার স্পর্শ মিলিবে যে ক্ষণে
নতুন প্রাণের সাড়া পড়ি যাবে গগনে গগনে,
তার উত্তরণখেয়া ভরিও না কান্নার ফসলে,
তার যাত্রাপথ সিক্ত করিও না মিছে অশ্রুজলে।
জীবনতরণীসম সাজাইব মৃত্যুর তরণী নিজে হাতে
গভীর আনন্দ আর পরিপূর্ণ প্রশান্তির সাথে।
নাই উচ্ছলতা, নাই ক্ষণিকের রঙীন কল্পনা
নাই মোহ, নাই উত্তেজনা,
অক্ষয় অমৃতধারা সুগভীর পূর্ণতা যে লোকে
যাত্রা মোর হোক্ তথা আনন্দে অ-শোকে॥

